বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নেই

বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত না করেই নিয়মবহির্ভূতভাবে রাজধানী ঢাকার যত্রতত্র শাখা খুলছে- এমন অভিযোগ ওঠার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে, তারা আর কোনো নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়ার কথা ভাবছে না।

বাংলাদেশে মোট ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং সম্প্রতি আরো নতুন ৭টির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা গড়ে উঠেছে, সেখানকার শিক্ষার্থীরা পরিবেশ নিয়ে কি ভাবছেন?

শহরের ব্যস্ততম জায়গায় এমন একটি বিল্ডিংয়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, যে বিল্ডিংয়ের নিচে মার্কেট আর উপরের ফ্লোরগুলো নিয়ে তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এরকম একটি পরিবেশে শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন?

একজন শিক্ষার্থী বলছিলেন, 'এ ধরনের ক্যাম্পাসে আসলে একটা সমস্যা- শিক্ষার্থীদের যে জায়গার প্রয়োজন, সেই জায়গাটা আমরা এখানে পাই না।' পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারলে আমরা জায়গা পেতাম, খেলাধুলা করতে পারতাম। খেলাধুলার সুযোগটা পাই না।'

আরেকজন শিক্ষার্থী বলেন, 'মার্কেটের উপরে থাকার কারণে মাঝেমাঝে নিচের কাঁচাবাজারের নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসের বাজে গন্ধ পাওয়া যায়। আবার ভার্সিটি থেকে বের হয়ে যে বন্ধুদের সঙ্গে একটু দাঁড়াব বা আড্ডা দেব, সে উপায়ও থাকে না। নিচে গাড়ি থাকে। তাই এখানে দাঁড়ানো যায় না।'

শহরের ব্যস্ততম পরিবেশে ক্লাস করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের এই সমস্যার কথা স্বীকার করেন বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল মান্নান চৌধুরী। ল্যাব এবং লাইব্রেরিসহ শিক্ষার্থীদের জন্য যথার্থ সুযোগ তৈরির চেষ্টা থাকলেও নিজস্ব ক্যাম্পাস খুব বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'আমরা সৃষ্টির পথে নেমেছি। চেষ্টা চালাচ্ছি। এখন অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি, এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন। তবে অনেকের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু করা সম্ভব হলেও অনেকের পক্ষে তা হয় না। অবশ্য আমরা অনেক কম ফি নেই।'

স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরির অনুমোদন এবং কাঠামোগত নির্মাণ করতে সময় লাগে উল্লেখ করে আব্দুল মান্নান চৌধুরী বলেন, অতি দ্রুত স্থায়ী ক্যাম্পাসে তারা স্থানান্তরিত হবেন বলেন আশা করছেন।

উন্মুক্ত পরিবেশে পড়তে না পারলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিমুক্ত একটা পরিবেশে পড়তে পারছেন বলে শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে একধরনের স্বস্তিবোধ করেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী বলছিলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতিমুক্ত বলে তারা শান্তিমতো পড়তে পারছেন।